দৈনিক সংবাদ

তারিখ FEB '7 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের শাস্তি

হামিদ উল্লাহ ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট দুর্নীতি, জালিয়াতি ও অনিয়মের অভিযোগে দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

শাস্তিপ্রাপ্ত এ দুই শিক্ষক হচ্ছেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ আবদুল মালেক ভুঁইয়া এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ রেজাউল করিম।

এ দুই শিক্ষকের মধ্যে অধ্যাপক ডঃ আবদুল মালেক ভুঁইয়াকে দু' বছরের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখা এবং দু' বছরের ইনক্রিমেন্ট স্থগিত এবং মোহাম্মদ রেজাউল করিমের প্রকাশনা বাতিল ও সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে প্রমোশন স্থগিত করা হয়েছে।

শাস্তি ঃ পৃঃ ৭ কঃ ২

শাস্তি ঃ শিক্ষকের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ৩৩৩তম সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগের এম এস সি শেষ পর্ব পরীক্ষা '৯৩-এর থিসিস গ্রুপের একটি থিসিসের তৃতীয় পরীক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডঃ আবদুল মালেক ভুঁইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেন। তার এ সিদ্ধান্ত তদন্তের জন্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তদন্তশেষে অধ্যাপক ডঃ আবদুল মালেক ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য বলে রিপোর্ট দেন।

উল্লেখ্য, কোন থিসিস পরীক্ষায় প্রদত্ত দু' শিক্ষকের মার্কসের মধ্যে ১৪ ভাগ তফাৎ হলে তৃতীয় পরীক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৯৩ সালের এমএসসি শেষ পর্ব পরীক্ষায় থিসিসের একজন ছাত্রকে দুই শিক্ষকের প্রদত্ত নম্বর ১৫ ভাগ তফাৎ হলে তৃতীয় পরীক্ষকের দরকার হয়।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয় ঃ সহকারী অধ্যাপক হিসেবে প্রমোশনের সময় তিনি যে প্রকাশনা কর্তৃপক্ষকে জমা দেন একই প্রকাশনার নাম বদল করে অন্যনামে উক্ত প্রকাশনা জমা দেন এবং সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে প্রমোশনের আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ শামসুল আলম, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সালেহউদ্দিন ও সেকশন অফিসার রণধীর সরকারের সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী রেজাউল করিম দোষী সাব্যস্ত হন।